Archived copy for hoques.com · Prothom Alo · Opinion (column) · November 12, 2026

এআই নীতির টেবিলে অর্ধেক বাংলাদেশ কোথায়

লেখা: এহসান হক



প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নীতিমালা কে নির্ধারণ করবেন? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও জরুরি প্রশ্ন, সেই নীতি তৈরির আলোচনায় কাদের অনুপস্থিতি এবং মতামতের অভাব আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ভোগাবে।

২ নভেম্বর সরকার জাতীয় এআই নীতি প্রণয়নের জন্য ১৬ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। প্রকাশিত তালিকায় ১৫ জনের নাম রয়েছে, একটি পদ এখনো শূন্য। নাম থাকা ১৫ জনের সবাই পুরুষ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। অথচ তাঁদের জীবন ও ভবিষ্যৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে যে প্রযুক্তি, তার নীতি তৈরিতে একজন নারীরও স্থান হলো না! ভাবতেই অবাক লাগে যে সামান্য এই বৈপরীত্য এর প্রভাব পড়বে প্রায় ১০ কোটি মানুষের ওপর।

চাকরিতে নিয়োগ, ব্যাংকঋণ, স্বাস্থ্যসেবা কিংবা সরকারি সুবিধা বণ্টনে এআইয়ের ভুল বা পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এআই দিয়ে তৈরি ভুয়া ছবি ও ভিডিও নারীদের হয়রানির নতুন অস্ত্র হয়ে উঠেছে। এসব অভিজ্ঞতা ও ঝুঁকি নীতিনির্ধারণে গুরুত্ব পাবে কীভাবে, যদি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্বই সেখানে না থাকে?

আরও পড়ুন

আরও পড়ুন

বাংলাদেশে যোগ্য নারী বিশেষজ্ঞের অভাব আছে, এমনও নয়। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নোভা আহমেদ মানবকেন্দ্রিক প্রযুক্তি, নারীর প্রযুক্তি-অভিজ্ঞতা, গোপনীয়তা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি ইউনেসকোর দক্ষিণ এশিয়ার নারী ও এআই নীতিশাস্ত্রবিষয়ক কমিটিতেও যুক্ত। ড. নাজাম লায়লা এআই গভর্ন্যান্স ও ডিজিটাল বৈষম্য নিয়ে কাজ করেন; আগের জাতীয় এআই নীতির খসড়া তৈরিতেও তাঁর সরাসরি অবদান ছিল। সাবহানাজ রশিদ দিয়া এআই গভর্ন্যান্স, মানবাধিকার ও প্রযুক্তিনীতিতে আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করছেন। এঁরা শুধু নারী বলেই প্রাসঙ্গিক নন; তাঁদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা নীতির জন্য সরাসরি মূল্যবান। এমন বিশেষজ্ঞদের কাউকে কি অন্তর্ভুক্ত করা যেত না?

এআই নীতিমালা শুধু একটি সরকারি দলিল নয়। আগামী কয়েক দশকে আমাদের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং নাগরিক অধিকার কীভাবে পরিচালিত হবে, এটি তার ভিত্তি। সেই ভিত্তি তৈরিতে তাড়াহুড়ো কিংবা সংকীর্ণ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় উদ্বেগ কমিটির দক্ষতার সমন্বয় নিয়ে। সেখানে যোগ্য বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তা আছেন; তাঁদের অবদানকে ছোট করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এআই প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা, অন্য ক্ষেত্রে এআই ব্যবহার করা এবং এআইয়ের জন্য আইন ও জননীতি তৈরি করা এক কাজ নয়। একটি কার্যকর জাতীয় নীতির জন্য এআইয়ের প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা যেমন বুঝতে হবে, তেমনি জানতে হবে নাগরিক অধিকার, সামাজিক বৈষম্য, নিরাপত্তা, জবাবদিহি এবং নীতি বাস্তবায়নের জটিলতা। কমিটিতে এসব দক্ষতার সমন্বয় কতটা নিশ্চিত হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।

এখানে বুয়েটের অধ্যাপক এ বি এম আলিম আল ইসলামের মতো গবেষকদের কথাও আসে। প্রযুক্তির সামাজিক ব্যবহার, মানব-কম্পিউটার মিথস্ক্রিয়া এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে মানুষের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর কাজ রয়েছে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্যের নীতিগত ব্যবহার থেকে শুরু করে জেনারেটিভ এআই ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা—তাঁর গবেষণা দেখায়, প্রযুক্তিকে শুধু প্রযুক্তি হিসেবে

নয়, সমাজের ভেতরেও বুঝতে হয়। তাঁকে বা তাঁর মতো গবেষকদের সঙ্গে আলোচনা করলে নীতিটি কি আরও বাস্তবভিত্তিক হতো না?

আরও পড়ুন

আরও পড়ুন

এআই নিয়ন্ত্রণের বাইরে, অস্ত্র বানাতে ব্যবহারের চেষ্টা, সামনে বিপদ কতটা

কারণ এআই নীতি শুধু গবেষণাগারে বা মন্ত্রণালয়ের বৈঠক কক্ষে তৈরি হয় না। একজন পোশাকশ্রমিকের কর্মসংস্থান, গ্রামের কৃষকের তথ্যপ্রাপ্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সেবার সুযোগ কিংবা একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে এআইয়ের প্রভাব কী হবে, তা জানতে তাঁদের কাছেই যেতে হবে। প্রয়োজন সাক্ষাৎকার, মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণমূলক গবেষণা। সমাজবিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক এবং মানবকেন্দ্রিক প্রযুক্তি গবেষকদের ভূমিকা এখানেই। কমিটির পাশাপাশি তাঁদের সম্পৃক্ত করার সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া কোথায়?

প্রশ্ন আসতে পারে, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো এই ব্যাপারে কি করছে? ভারতের এআই গভর্ন্যান্স নির্দেশিকা তৈরিতে সরকার, গবেষক, শিল্প খাত ও নাগরিকদের কাছ থেকে আড়াই হাজারের বেশি মতামত নেওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কা সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি খাত ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে এআই কৌশল প্রণয়ন করেছে। নীতি তৈরির লক্ষ্য শুধু একটি নথি প্রকাশ নয়; যাঁদের জীবন বদলাবে, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও আস্থা অর্জন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ।

আরও পড়ুন

আরও পড়ুন

আরেকটি প্রশ্ন রাষ্ট্রীয় ধারাবাহিকতার। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জাতীয় এআই নীতির খসড়া তৈরি হয়েছিল; চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। খসড়া নিয়ে জনমতও আহ্বান করা হয়েছিল। আগের প্রক্রিয়ায় যুক্ত কয়েকজন নতুন কমিটিতে আছেন। কিন্তু আগের গবেষণা, মতামত ও প্রস্তাবের কোনগুলো গ্রহণ বা সংশোধন করা হবে, তা কি প্রকাশ করা হবে? সরকার বদলালে রাষ্ট্রের আগের কাজ আবার শূন্য থেকে শুরু হওয়া উচিত নয়।

নতুন কমিটিকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে খসড়া জমা দিতে বলা হয়েছে। সময় মাত্র ৪৩ দিন। এত অল্প সময়ে সব পক্ষের মতামত নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি নীতি তৈরির কাজ সহজ নয়। তবে সরকারি আদেশেই প্রয়োজনে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগে নারী গবেষক, এআই গভর্ন্যান্স ও আইন

বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের যুক্ত করা হোক। আগের খসড়ার ওপর দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ, অর্থবহ জনপরামর্শের ব্যবস্থা হোক।

এআই নীতিমালা শুধু একটি সরকারি দলিল নয়। আগামী কয়েক দশকে আমাদের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং নাগরিক অধিকার কীভাবে পরিচালিত হবে, এটি তার ভিত্তি। সেই ভিত্তি তৈরিতে তাড়াহুড়ো কিংবা সংকীর্ণ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নেই।

এহসান হক: অধ্যাপক, কম্পিউটারবিজ্ঞান, ইউনিভার্সিটি অফ রচেস্টার, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

Original: https://www.prothomalo.com/opinion/column/5dzwz59z4a

Archived November 2026 for personal reference. © Prothom Alo.